প্রস্ফুটন
নিরুপমা সিংহ

প্রস্ফুটন

(বাংলা কবিতা সংকলন)

স্নেহের নিভৃত দাদা,
মনীন্দ্র সিংহ গিরকন্তে,
ধুলিবনকে,
নিরুপমা,
৩০/৩/২০০৫

নিরুপমা সিংহ

প্রকাশক — বিষ্ণুপ্রিয়া, মণিপুরী সাহিত্য
রুহিবৃত্তি শিংলুপ।

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
শ্রী রূপেণ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ মুদ্রণে ঃ
সান গ্রাফিক্স, লেক রোড,
আগরতলা।

মুদ্রণে ঃ
শ্রীমা প্রিন্টিং প্রেস
কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা।

★ উৎসর্গ ★

আমার পরম আরাধ্যা শিক্ষয়িত্রী,

শ্রীমতী নয়নতারা সিংহের—

কর-কমলে

আমার প্রথম কবিতা সংকলন (বাংলা) 'প্রস্ফুটিন'

অর্পণ করলাম।

ইতি—

নিরুপমা সিংহ

৩১-১২-৯৬ ইং

আগরতলা।

□ কবির কামনা

শূণ্য হৃদয়, শূণ্য আকাশ,

শূণ্য আমার বেলা ;

কি নিয়ে আজ খেলব আমি

সবার সাথে খেলা ?

—০—

পাঠকের মন-মুকুরে আমার ভাবধারা যদি কিঞ্চিৎ প্রতিবিম্বিত হয়, তবেই আমার 'প্রস্ফুটন' সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত হবে।

নিরুপমা সিংহ

৩১শে ডিসেম্বর, '৯৬ ইং

॥ ভূমিকা ॥

ত্রিপুরা সরকারী সংস্কৃত বিদ্যাভবনের (কলেজের) ভারপ্রাপ্তা অধ্যক্ষা শ্রীমতী নিরুপমা সিংহের কবিতা সংকলন 'প্রস্ফুটন' ১৯৯৭ ইং আগরতলা বইমেলার অন্যতম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এই বইমেলাকে কেন্দ্র করে অজ্ঞাত জনের একতারার সুর ও ধ্বনি ভাগ্যবানের মতো পেয়ে যাচ্ছি গত কয় বছর ধরে।

শ্রীমতী সিংহ তার প্রথম বাংলা কবিতা সংকলনে ৮২ থেকে ৯৬ ইং সালের কবিতাগুলোর বেশীর ভাগ সংকলিত করেছেন। অন্তর্মুখীন বিশ্লেষিত যে ধারাটি রয়েছে নিরুপমা সিংহের কবিতা সেই ধারার অনুবর্তিনী। এগুলো ত্রিপুরার একে ৪৭ ও ৫৬-র রাইফেলের সম্মুখে মানুষের পক্ষে ছড়ানো শেফালী।

শ্রীমতী সিংহের মাতৃভাষা বাংলা নয়, বাংলা তার পরিবেষ্টিত ধাত্রীমাতা। মাতৃভাষা 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ওয়াড়ি, ১ম খণ্ড-৯৬ মেয়েক মেঠেল (২য় ভাগ) আগেই প্রকাশিত এবং সমাদৃত হয়েছে। শ্রীমতী নিরুপমা সিংহের অধীত ভাষা বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজী। তিনি চার-চারটি ভাষায় বিশিষ্টা। অবাঙ্গালীর বাংলা চর্চিত কাব্যে 'প্রস্ফুটন' একটি সংযোজন। বাংলা কবিতা আধুনিকতার স্তর অতিক্রম করে অত্যাধুনিক কবিতাই কবিতার উদাহরণ হয়ে উঠছে।

শ্রী নিধু হাজরা
২৬-১২-৯৬ ইং

মেম্বার ত্রিপুরা স্টেট কলা একাডেমি।
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

আমি ছোটবেলা থেকেই কবিতা লিখতাম লুকিয়ে লুকিয়ে। আমার বাবার চোখে একদিন ধরা পড়ে গেলাম। ভয়ে জড়োসড়ো দেখে তিনি মুচকি হেসে 'ছন্দের' ব্যবহার দেখিয়ে দিলেন এবং লিখতে উৎসাহ দিলেন। বাবার স্নেহমাখা সম্মতিতে আমার সাহস বেড়ে গেল। দীর্ঘদিনের সঞ্চিত কল্পনাকে সবার কাছে বাস্তবরূপে তুলে দেবার প্রথম প্রচেষ্টা এই 'প্রস্ফুটন'। এটা আমার সাহস নয়; বলতে গেলে দুঃসাহসেই বলা যায়— এই বই প্রকাশের মুহূর্তে তাই আমি পিতৃদেব স্বর্গীয় নবশ্যাম সিংহের কাছে সর্বাগ্রে ঋণী।

আর—

আমার পুত্রতুল্য অপূর্ব-অ সিংহের (মন্তোষের) কাছেও ঋণী। সে প্রুফ দেখা ও পাণ্ডুলিপি নকল করে কাজটাকে সমাধা করতে সর্বতো ভাবে সাহায্য করেছে।

আবার— শ্রীমা প্রিন্টিং প্রেসের সকল কর্মীগণের আন্তরিক সহযোগিতায় আমার কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে এবং 'প্রচ্ছদ' অংকনে শ্রীরূপেণ চক্রবর্তী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নিধু হাজরার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

ইতি—

নিরুপমা সিংহ

৩১-১২-৯৬ ইং

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নং	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা সংখ্যা
২৫।	বাসতে চাই—	৩৪
২৬।	আঘাত—	৩৫
২৭।	আশীষ—	৩৬
২৮।	হিয়া—	৩৭
২৯।	প্রকৃতি—	৩৯
৩০।	বিস্ময়—	৪০
৩১।	প্রশ্ন—	৪২
৩২।	অচল—	৪৪
৩৩।	পূজা—	৪৫
৩৪।	ঊর্ণনাভ—	৪৭
৩৫।	সময়—	৫০
৩৬।	পরিণতি—	৫২
৩৭।	মহীরূহ—	৫৩
৩৮।	বাসনা—	৫৫
৩৯।	মহীয়ান—	৫৬
৪০।	বিরহ—	৫৭
৪১।	চৌদ্দশ সাল—	৫৮
৪২।	প্রীতি—	৫৯
৪৩।	গরিমা—	৬০
৪৪।	দিগন্ত—	৬১
৪৫।	নদী—	৬২
৪৬।	নীলগিরি—	৬৩
৪৭।	মিতালী—	৬৪
৪৮।	প্রিয়া—	৬৫
৪৯।	প্রতীক্ষা—	৬৬
৫০।	এত রক্ত কেন ?—	৬৭

* খোঁজ

১৬ | ১০ | ৯০ইং
দমদম এয়ারপোর্ট
১০-৫০ মি, সকাল।

আমি যেখানেই যাই
সেই আমি সেই আছি।
খুঁজে মরি নূতনের আস্বাদনে,
ফিরে ফিরে আসি অন্তরে।
মন্দ ভালর পাশে খুবই মানানসই
যথা আলো অন্ধকারে
বাঁচা মরা আনন্দ দুঃখের
সুন্দর হয় সুন্দরতম কুৎসিতের পাশে।
ভাঙাগড়া মিলন বিরহ
দেখা দেয় মঙ্গলরূপে
তোমার ইঙ্গিতে।
জন্মের সাথে মৃত্যু জন্মায়,
তবে কিসের ভীতি মরণ বরনে!

★ কল্পনা

১৮ | ১০ | ৯০ইং
Calcutta to Madras
বিকাল ৪টা ২০ মিনিট

দৃষ্টি আমার সীমিত দৃষ্টিসীমায়,
কথা মোর সীমিত রসনা ধারায়,
তবু আশার সহস্র মরীচিকা
ঘুরে বেড়ায় সহস্রবর্ষ ব্যাপী।
একি যাদুর ছলনা শুধু কল্পনা করা
অন্ধকার অজানা ভবিষ্যৎকে নিয়ে !
কোথাও উঁচু, কোথাও বা নীচু—
কোথাও সমতল ভবিষ্যৎ ভূমি।
তবু প্রতি পদচারণ-আশার বাণী নিয়ে
এগিয়ে চলা সময়ের তাড়নায়।
শুধু সুখ, শুধু আশা, শুধু ভালবাসা
হাত ছানি দেয়।
কিন্তু সব কি সত্য হয়
অন্ধকার আলোকিত হয়ে ?
না।
তবু চলা, তবু বলা
বুকবাঁধা কল্পনাকে নিয়ে।

★ বাঁচা

১৬।১০।৯০ইং
করমণ্ডল এক্সপ্রেস
বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে

মাথাটা কাশবন
সত্তরে পদার্পন,
লোলচর্ম বিজড়িত সর্বাঙ্গ—
কাঁপে থর থর।
তবু বাঁচার আশায়
তুমড়ানো বাটীটা হাতে নিয়ে
চায় দশটি পয়সা।

কেউ দয়া করে,
কেউ অনিচ্ছায় অবজ্ঞায়
মুখটা ফিরিয়ে নেয়।
তবু, সে ট্রেনের জানালা থেকে জানালা
ঘুরে বেড়ায় হন্যে হয়ে
কয়েকটা পয়সার আশায়;
পৃথিবী এত কষ্ট দেয় তাকে
তবুও, পৃথিবীকে ছেড়ে যাওয়া যে
তার সবচেয়ে বড় কষ্ট !

★ দূরত্ব

১৪ | ১১ | ৮৬ইং

সময়ের সীমা ছাড়িয়ে দূরের অন্তরালে
হাসিখুশী খেলা একেলা একেলা
পশ্চাতে কারে ফেলে ?
ওগো তোমার ছায়ায় ভুবন ব্যাপিয়া
আলো আঁধারের মাঝে
লুকিয়ে রেখেছি আপনার কাছে
আপন হিয়ায় লাজে ।

ওগো নববধূ ! তোমারি চুম্বনে
উঁড়ে আঁখি পাখি নিজের গোপনে
দূর আজ দূর নয়
কাছ হতে তাই দূরে সরে রয় !
সময় সাগর ত্বরিয়া
লইব তোমার হৃদয় ভরিয়া
শত চুম্বন চুম্বনে
পুলকিত হবে হিয়া ।

★ সাথী

১৩ | ১২ | ৮৬ ইং

নিদ্রাচ্ছন্ন বদন, ক্লান্ত দেহ
তবু সারাদিন নড়বে
ফিরে তাকাবে না নিজের দিকে;
একি ঠিক তোমার কাজ হচ্ছে ভেবেছ ?
সারাদিন নেই বিশ্রাম, শুধু এদিক ওদিক
কাকে খুঁজ তুমি এরই মাঝখানে।
পেয়েছ কি তার আভাস ?

হয়না আমার বিশ্বাস,
দেখে তোমার শ্রান্তমন।
অভিনয় তুমি ভালোই জান।
সবাইকে ভালবাসার ভাণ করে
ভাল হতে চাও ?

পূর্বজন্মের হারানো সাথীকে খুঁজে
খুঁজে হয়রান, কখনও মাঠে
কখনও বা গোঠে
পেয়েছ কি তার সন্ধান ?
সূর্য্যোদয়ের সাথে, সূর্যের চলার সাথে
তোমার বাজি।

ক্লান্ত সূর্য্য ঢলে পড়ে
তখনও কাজ করতে তুমি রাজী
দোহাই তোমার
আর এভাবে চল না।
হয়তো সাথীকে খোঁজার আগে
নিখোঁজ হবে তুমি।
তোমার জন্য ভীষণ ভাবনা
তুমিতো জান না।

তোমার সাথী সারাদিন রাতি
রয়েছে তোমার পাশে,
তোমাকে পাবার আশে।
তোমার দৃষ্টি যে অনেক দূরে
তাই দেখতে পাওনি তাকে।
ফিরে তাকাও নিজের দিকে।
সে যে কাছে নয় শুধু
হৃদয়ে রয়েছে আসন পেতে
তোমার প্রিয়তমা বধূ।

★ হাসপাতাল

৬ | ৩ | ৮৬ইং
জি, বি, হাসপাতাল
বেলা—১২টা

ভেবে না পাই আকাশ পাতাল,
দেখে হাসপাতাল।
কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, ঘরে ফিরিবার বেলা
নিত্যনাটের খেলারে ভাই
নিত্যনাটের খেলা।
নিয়মের রাজ্যে অনিয়মের রাজত্ব
সহিবে পৃথ্বী কতকাল
তাই দেখা যায় চারিদিকে আকাল,
হাজির হয় হাজার পঙ্গপাল
ভেবে না পাই, অনিয়মে কত আনন্দ
পোষাকী সমাজের বুকে
মিছিল করে নিত্যনূতন ছন্দ—
হাসপাতালে রোগীদের বিশ্রামে ব্যাঘাত করবেন না,
নির্দিষ্ট সময়ে আস্থন—
আস্তে কথা বলুন—
আর কোন কর্মচারী টাকা চাইলে
স্থপারকে জানাতে সবিনয় অনুরোধ!
এগুলো পড়লে বাল্যশিক্ষার কথায়
আমার বেশী মনে পড়ে,
মাঝে মাঝে মনে হয়-এ যেন খৃষ্টের

মানব প্রেমের বাণী
আমরা তার কতটুকু মানি ?
কিন্তু না ভাই, না,
একেদম না।
গাড়ীতে চড়লে মনে হই আমি
দাঁড়িয়ে আছি-গাছ পালাগুলো
পালা দিয়ে ছুটছে।
এখানেও তাই ভাই, তাই—
রক্ষক এখানে মাঝে মাঝে হয় ভক্ষক
নিয়মের গণ্ডী তিনিই টপকান,
যার আছে গায়ে অসুরের বল,
নতুবা যক্ষের ধন।
অসহায় মানুষগুলো গুমড়িয়ে মরে
মেঝেতে গড়াগড়ি খায় মরার খুলির মতো
এতটুকু সহানুভূতির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে।
দালালিটাও জমেছে ভালো
জীর্ণশীর্ণ লোকটি একবোতল রক্ত দিয়ে
হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে গেল চৌমুনিতে।
এ যেন বন্যার ঘোলাটে লালচে জল।
মুমূর্ষু রোগীর কাছে চায় আরও টাকা, চায়
দালালটা বলে—না হলে তার সহানুভূতি
হয়ে যাবে জল।
কাতর অনুনয়ে দধীচির হৃদয়
নরম হয় না সহজে।
বলে—"একমাঘে শীত যায় না।"

★ গীতাঞ্জলি

শিশু কান্না হীরে পান্না।
সাতসাগরের পাড়ে
বিশ্ব সুধায় বিস্ময়ে।

প্রহরে প্রহরে লহরী লহরী
মাতৃহৃদয় বল্লরী।
করে জ্ঞানদান সৃজিল যে প্রাণ
বিশ্বমাতার মঞ্জরী।

আলো আঁধারের নিত্য খেলা
পূবে পশ্চিমে যাবে নাকো ফেলা।
বিশ্বরবির বিস্ময় হোলি
রাঙিয়ে দিল গীতাঞ্জলি
বিশ্বরবি বিশ্বকরি
তুমিই হলে জগচ্ছবি।

★ অভিমান

১৪ । ৪ । ৯১ইং
চৈত্রসংক্রান্তি
দুপুর—১টা

অভিমান বিকোতে পারিনি
যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে
চব্বিশ থেকে চুয়াল্লিশে এসেও।
তাই তোমার সাথে মোর গোপন
সহবাস নিভৃতে মনের আঙিনায়।
প্রহরীরা সব নির্জীব হয় তোমার উদয়ে
সদর দরজা খুলে যায় আপনা আপনি।
হৃদিকুঞ্জে করি বিহার
কখনও ক্লান্ত, কখনও বা অবসাদ আসে,
কখনও শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগে মনে,
কেন এমন হলো ?
সুতীক্ষ্ণবান ক্ষত বিক্ষত করে দেয়
ছিড়ে ফেলে কল্পলোক
মাথা চাড়া দেয় বিভীষিকা।
বিংশতি বৎসরে পদার্পণ,
কিন্তু মনে হয় এইতো সেদিন !
ছিন্নবীণা বেজে উঠে
তুলে ঝংকার।

কখনও ভাবি এই ভালো কখনও বা
তোমার সাথে আপন মনে গল্প করি
রাত জেগে।
মনে করিয়ে দেই একটার পর একটা ঘটনা
প্রশ্ন করি মাঝে মাঝে-মনে আছে ?
ঐ সেই রাত বালুচরে—
জ্যোৎস্না ধারার সুখ দুঃখ একাকার হয়েছিল ?
ঘরে ঘরে আজ উৎসব চলে
আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।
কেন এমন হয় ? প্রশ্ন জাগে
আপন মনে।
তার উত্তর সন্ধানে নিষ্পলক আঁখি
রাতের চতুর্থ প্রহর, মোরগ ডাকে।
একটার পর একটা ঘটনা
সাজাতে সাজাতে নিজেই অবাক হয়ে
ঘুমিয়ে পড়ি
ছোট্ট ঘটনাটিও তার অস্তিত্ব জাহির করে—
মাথা চাড়া দিয়ে।
মনের কথা লিখে যাই আপন মনে
হয়তো বা কোনদিন কেউ জানবে
এই ভরসায়।

★ আশ্রয়

২৬।১০।৯১
রবিলজ্জিং হাউস
ভেলোর—৪

তুমি মোর জীবনের দীপ, মোর জীবনের দ্বীপ।
নৌকাডুবির মুমূর্ষু এক পথিক
আশ্রয় নিয়েছি তোমার সবুজবুকে।
ঢেউয়ের চুম্বনে শিহরিত তোমার হিয়া,
সাথে সাথে আমিও হয়তো বা।
ঝড়-ঝঞ্ঝা আকুলি বিকুলি
করে তোলে, আশ্রয় হারিয়ে ফেলি
মাঝে মাঝে, তবু খোঁজে
নেই তোমার সুবিস্তীর্ণ বুক।
কখনোও আঁকড়ে ধরেছ আপন করে,
কখনও ভীত সন্ত্রস্ত,
হঠিয়ে দাও অতল সলিলে।
তবু আশার ভেলা নিয়ে ভেসে
বেড়াই তোমার আশ্রয় অন্বেষণে।
শুধু একটু চাই ঠাঁই অতল
সলিলে। যদি কিছু ক্ষতি হয় তাতে,
স্বীকার করে নিও।
মনুষ্যের বসতি হউক নির্জন দ্বীপ,
জল তরঙ্গে ভেসে উঠুক মিলনের সুর।

[১৩]

★ অকাল বোধন

২১ | ২ | ৮৫ ইং

তুমি তো চিরযুবা।
এমনকি তোমার আহ্বানে
শাখে শাখে নব পল্লব পল্লবিত,
উদ্যান ফুলে ফুলে মধুময় হয়ে উঠে।
ফুলঝড়ার প্রাক্কালে এমনভাবে
আর ডেকো না।
তাতে আমার কলঙ্ক হবে,
যদি তোমার কৃষ্ণরূপে ভুলে
রাধার মতো উন্মাদিনী হয়ে যাই।
তোমার রাগে রাঙা করুণ চাহনি
কোন নারী উপেক্ষা করতে পারে না।
জানি আমি, তোমার মধুমাসের প্রেয়সীকে
পেয়ে তুমি আত্মহারা।
অনুরোধে যদি তুমি তোমার কুহু ধ্বনি
পরিহার না কর, তবে আমি
তোমাকে একক্ভাবে ভালবাসবই।
নববসন্তে কেন আজ বিদায়ের পথে
নবপল্লবে বসে মন মাতিয়ে তুলছ ?
হে কোকিল - তুমি তো জান—
তোমার মধুর কুহুরবে সবাই চিরবসন্তে
থাকতে চায়। আমার বিদায় বসন্তে
কুহুরবে আর ডেকো না।
তুমি তো কাউকে পরোয়া করনা।
তোমার ডাকার সময় হলেই তুমি ডাক
কিন্তু আমার সে অধিকার কেড়ে নিয়েছে কাল।

★ পরশ পাথর

২৫ । ২ । ৮৫ ইং

মায়ালোকে আবৃত করেছ মোরে,
তোমার ছোঁয়ায় সব কালিমা দূর করে দাও,
পরশ পাথর তুমি।
বল, একবার বল—কোটিযোজন দূরে আছ,
ইচ্ছে করলেই কিরণমালায় ধরা দাও।
সীমিত আমি।
কিভাবে তোমার আলো অলকায় প্রবেশপত্র
পাবো ?
ক্ষীন আশা ভালবাসা তোমার আঙিনায়
অপেক্ষমানা। হে সূর্য্য !
যবনিকার অন্তরালে আর থেকো না।
সূর্য্যমুখী ফুটে কি কখনও তোমার কিরণ ছাড়া ?

✽✽

★ হে মোর ভগবান

১০ | ৫ | ৮৩ ইং

হে মোর ভগবান তুমি যে দয়াবান।
তাই দিয়েছ দুঃখ আমার।
হে মোর ভগবান!

দুঃখ যে সাথী দুঃখীই জাতি
তাই দুঃখই রূপ তোমার।
হে মোর ভগবান!

দুঃখের মাঝে দুঃখীর সাজে
দিয়েছ দেখা কতবার।
হে মোর ভগবান!

দুঃখীর বোঝা দুঃখীর পূজা
নিয়েছ যে শতবার।
হে মোর ভগবান!

বিদুরের ক্ষুদে একি আস্বাদে
মজিয়েছ রসনার।
হে মোর ভগবান!

সুদামের প্রেমে বারে বারে থেমে
বাজিয়েছ বাঁশি ভাবনার।
হে মোর ভগবান!

পঞ্চপাণ্ডব নিঃস্ব, জানে সারা বিশ্ব,
হয়েছ সারথী একবার।
হে মোর ভগবান!

পাঞ্চজন্য ফুৎকারে দশ দিগন্তরে
ভুলিয়েছ মন সবাকার,
হে মোর ভগবান।

দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন
করেছ যে বারবার।
হে মোর ভগবান!

★ রবি

২৯ | ৬ | ৯০ ইং
রবীন্দ্রকানন

তোমার আঁখি পাখী
কতদুরন্ত তা তুমি নিজেও জান না।
উড়ে গেছে দেশে বিদেশে
সাগর পেরিয়ে কত মহাদেশে।
তার সমূহ ফসল তুলে দিয়েছ
তোমার লেখনীতে বিশ্বদরবারে,
তাই তুমি বিশ্বকবি।
তোমার কবিতা পড়ে কখনও
মনে হই, তুমি দারুণ প্রেমিক
কখনও মনে হই বাস্তববাদী,
কখনও বা মানবদরদী।
জানি না, এর বাইরে ও
তোমার অস্তিত্ব বিরাজমান কিনা।
প্রতিক্ষন,
তোমার কাছে অসীম
নিস্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নি;
হয়েছে বাঙ্ময়।

কি ধাতু নিয়ে গঠিত তোমার হৃদয়—
গবেষণায় জানতে পারে নি।
অতল, অসীম সাগর সম তুমি
তোমার কিরণ ধারায় উদ্ভাসিত দিগ্ দিগন্ত।
আকাশ রবি অস্ত যায় প্রতিদিন,
চির উদীয়মান বটে তুমি
কোন শুভক্ষনে জন্ম লভেছ ভারত মায়ের কোলে ?
ধন্য আজি মাতা, তোমার গৌরব সৌরভে।
বিমুগ্ধ বিশ্ববাসী।
তব লেখনীর ঝংকারে ঝংকৃত
বিশ্ব আঙিনা।
তাই তুমি কবিগুরু বিশ্বকবি
তোমাকে জানাই প্রণাম।

★ পাহাড়

১৮ | ৪ | ৮৬ ইং
ভেলুর

পাহাড়টা রয়েছে কতকাল ধরে
তার হিসাব হয়তো পাব না।
সেও চায় কিছু দিতে।
পারেনা পাথুরে জীবন থেকে।
বর্ষধারা বয়ে যায় কুলুকুলু রবে,
ক্ষয়ে নিয়ে যায় তার দেহ।
অসহায় অচল পাহাড় তাকিয়ে থাকে
প্রকৃতির খেলার সামগ্রী হয়ে।
বেঁচে থাকতে হয় একটু ক্ষীন আশা নিয়ে।
হয়তো ক্ষয়িষ্ণু জীবনের শিলানুতি
ক্ষয় হতে হতে
পৃথিবীর কোন প্রান্তে শস্যকণাকে
গর্ভে ধারণ করবে।
উত্তরসূরীদের কোমলস্পর্শ পাবার আশায়
বুকে আজ তার কঠিন বিশ্বাস।
বিশ্বাস, আশা, ভালবাসা নিয়ে
ক্ষয়িষ্ণু পাহাড় বেঁচে আছে অনন্তকাল ধরে।

⁂

★ ফুল

ফুল তুমি ফোট
স্বল্প আয়ু নিয়ে।
কিন্তু,
সার্থক জনম তোমার,
তুমি সবার প্রিয়।
আমি যদি হতাম তোমার মত
তবে অনাদৃত জীবন
দীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে বাঁচতে হত না।
তোমার রূপে গন্ধে
বিমুগ্ধ মৌমাছি, মানব সমাজ।
আমার কি-ই বা আছে ?
যদি তোমার মত একটু রূপ,
একটু সুগন্ধ ছড়াতে পারতাম ধরিত্রীতে,
ধন্য হত জীবন আমার।
তুমি স্বল্পায়ু নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী মানবহৃদয়ে।
ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপহার,
পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ।
তোমার বৈচিত্র্যে, রূপে রসে গন্ধে
স্রষ্টার মাহাত্ম্যস্বোদ্ভাসিত।

[২১]

একই বৃন্তে ফোট তুমি
রঙের লালিমায়।
শিল্পীর শিল্পের উৎকর্ষ প্রকাশ।
বন বনান্তরে ফোট আপন মনে,
হয়তো বা ধনীদের আলালের দুলাল হয়ে।
তবুও বিশ্বসৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ উপকরণ।
একই মাটীর রসে ফোটে উঠ
শাশ্বত সৌন্দর্য্য নিয়ে বিবিধের রূপে।
ঈশ্বর. কি তাঁর সর্বস্ব দিয়ে গড়িয়াছে
তোমায় ?
মাঝে মাঝে হিংসা হয়
আমায় ভীষণ ভাবে।
ঈশ্বর লাভ তোমার কাছে কত সহজ
এমন কি সবার ভালবাসা।
আমিও যদি হতাম তোমার মত!
তবে এ দীর্ঘায়ু নিয়ে জয় করে নিতাম
বিশ্বমানবেরে।
ঈশ্বর পক্ষপাত দুষ্ট
আমার বেলায়।
তবুও তোমার মতো হতে চাই
ঈশ্বরের সান্নিধ্য অযোগ্য হয়েও।

☙☙

★ উন্মাদ

২৯ | ৬ | ৯০ ইং
রবীন্দ্রকানন

জল হয়ে জন্মাও এই পৃথিবীতে,
আবার,
বাষ্প হয়ে উরে যাও আকাশে,
মেঘরূপে বিচরণে মত্ত উন্মাদ।
পাগলের প্রলয় হুঙ্কার
ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যায়
তোমার যাদুর স্পর্শে।
বৃষ্টিরূপে ঝড়ে পড়
তৃষিত ধরিত্রীর বুকে।
কি অপূর্ব কৌশল তোমার !
তোমার সংসারচক্র রচিয়াছ খেলার ছলে
আপন মনে।
তোমার অঙ্গুলি হেলনে ঝড়ঝঞ্ঝা
বয়ে যায় দুরন্ত গতিতে।
আবার স্তিমিত হয় অপূর্বভাবে !
তুমি গড়, তুমি ভাঙ।
গড়াভাঙার খেলা নিয়ে মাতিয়াছ

তুমি।

যেখানে সাগর ছিল সেখানে পর্বত,
পর্বতের অত্যুচ্চ চূড়া অতলসাগরে।
জনে জনে প্রাণে প্রাণে উল্লসিত ভূমি
হয়েছে বিজন ভূমিকম্পে।
কত লীলা, কত খেলা লুকায়ে রেখেছ
তোমার হৃদয়ে।
হাসিকান্না পাশাপাশি তোমার মায়ায়,
অপূর্ব মায়া ধরে নিত্য কায়া
চলিতেছ মানবজীবনে।

৺৺

[২৪]

★ বাণী

৬।১১।৯০ ইং
করমণ্ডল এক্সপ্রেস

কাব্যের বাণী নিয়ে ছড়িয়ে
পড়তে ইচ্ছে করে দেশ বিদেশে।
কোথাও বাধা হয় জল, কোথাও বা আকাশ।
মন ছুটে অপার গতিতে।
মুহুর্তের দেখা সাক্ষী রয় গোপন অন্তরে।
পথের দুধারে বনরাজি আপন মনে
স্বাগত জানায়।
কোথাও সবুজ বনানী, কোথাও বা
পাহাড় আব পাহাড়।
মাঝরাতে জোনাকির আলো
গভীর আশ্বাস দেয় অসহিষ্ণুকে।
শুধু লক্ষ্য সবার গন্তব্যস্থল
শত শান্তি, অশান্তি দূর হবে পৌঁছালে
সীমিত মানবহৃদয় গর্বে প্রকাশ করে
ভবিষ্যৎ বাণী।
রহস্যমেঘের অন্তরালে হাসে বিশ্বপতি।
আশা নিরাশার কুজ্ঝটিকা অভিভূত করে
বিভ্রান্ত করে
তারই মাঝে সত্যসন্ধানে
খুঁজে মরি আমি—
শুধু দেখি তোমার কল্যাণরূপ।
প্রতিনিয়ত নিয়োজিত তুমি
সংসারপালনে সবার, কল্যাণে।

❧❧

★ অমানিশা

৪।৭।৮৬ ইং
করমণ্ডল এক্সপ্রেস

তমিস্রা মাখা তোমার নয়ন লোভায়
হারিয়ে ফেলে নীড় কত পাখী।
শান্তির আধার তুমি আঁধার
কত ব্যথা, লজ্জা তোমার আবরণে ভূষিতা,
ক্লান্ত দেহে, স্বপন সুখে
ফিরে পাই আমার প্রেয়সীকে।
শ্রেষ্ঠ বিচারক তুমি,
সাম্যবাদের বাণী।
সবাইকে একাকার কর।
ছোটবড় ভেদাভেদ করিতেছে দূর,
তুমি সব্যসাচী।
বিচিত্র ধরা তোমার কাছে একমাত্র রূপ
দুঃখের যবনিকা অপমানের গ্লানি
আর ধনীর অট্টহাসি
আকাশ, পাতাল, দুর্গম, সুগম
সবই একাকার তোমার কোলে
স্নেহময়ী জননী তুমি।

তোমার গাঢ় আলিঙ্গনে
দিনান্তে মিলে শান্তি।
হে ভয়ঙ্করী ঝড় ঝঞ্ঝা রাতে
তুমি মহাকরালী।
হৃদিদল দলিত কর অট্টহাস্যে।
তবুও তুমি সবার প্রিয়
তুমি ছাড়া বড় ক্লান্ত দেহ।
নকল আলোতে সজ্জিত হও মাঝে মাঝে,
সন্তান দেখতে পায় না তোমার আসল রূপ।

৯২৯

★ বধূ

১৬ | ৮ | ৯১ ইং

লাজে রাঙা নববধূ পূব আকাশে,
হরষিছে হিয়া তার আলো পরশে।
পাতায় পাতায় দেয় নব করতালি,
শাখায় শাখায় জাগে ভোরের কাকলী।
আকাশ ঝড়ায় শিশির মুখ প্রক্ষালনে
রাখাল বাঁশরী বাজায় সুমধুর তানে।
সাগর বিধৌত আজি দুখানি চরণ
অম্বর বিনম্র হয়ে করিছে চুম্বন।
শিরীষ কুসুম করে কেশের বিন্যাস,
সিঁথিতে সিঁদুর হয় রক্তিম পলাশ।
পাহাড়ী ঝরনা ঝরে নুপূর নিক্কন
মৃনাল বলয় হয় হাতের কঙ্কন।
কণ্ঠে কণ্ঠহার শ্বেতহংসমালা,
ধরণী ধরিছে তার বরণডালা।
কৃষ্ণচূড়া শোভে বনে মাথার মুকুট
দেখ কি অপরূপ রূপ তার হয়েছে প্রকট ॥

* সাগর দুহিতা

১৮ । ১০ । ৮৪ইং
পোর্টব্লেয়ার
রাত । ১১টা

কত কথা, কত ব্যথা
কত হাসি, মেশামেশি
হয়ে যাবে শেষ ।
রহিবে অনন্তকাল এরই শুধু রেশ ।
কোথাও কুঁড়াই ঝিনুক ।
কোথাও বা শামুক ।
মাঝে মাঝে উত্তাল ঢেউ আছাড় পড়ে
দুষ্টু মেয়ের মত ভিজিয়ে দেয় ।
কোথাও জাহাজ, কোথাও বা লঞ্চ সাথে ডিঙি
নৌকো শুধু জল আর জল—
তবু হয় না আকুতির শেষ
আরো একটু দেখা আর একটু কুড়াবার ধুম
স্যারদের ধমক, স্বপ্নেও লাগিয়ে দেয় চমক ।
তবু এই সাগরের অবিশ্রাম ঢেউয়ের
মত আছড়ে পড়া হাসি,
সবাই ভাবে—'আমি সদা হাসি ।'

তারা জানে না—
নিস্তব্ধ কান্নার এ যে আরেক রূপ।
হে সাগর। কতধন, কত মর্মবেদনা
রয়েছে তোমার বুকে।
কোনদিন বলো না—
যে যেভাবে বুঝে, যে ভাবে খোঁজে
পায় তোর সেই ধন, দেখে তোর সেইরূপ।

শুধু আমি শুনি—
তোমার ঢেউয়ের মাঝে এক মর্মন্তুদ
করুণ কাহিনী।
কাউকে কোনদিন বলো নি বলবে না জানি
কিন্তু বুঝে নিয়েছি আমি অনেকখানি—
আমার জীবন দ্বীপের মত।
হে সাগর। তুমি অনন্ত অধীর।
কিন্তু আমি তো অনন্ত নই।
তবু যেন খুঁজে পাই—
তোমার আমার এক সমান জীবন।

★ মধুর মিলন

১৪ | ৯ | ৯২ ইং
কুঞ্জবন টাউনশীপ

বন্ধু ! হঠাৎ যদি পাও তাঁর সন্ধান,
বলে দিও আমি ভাল আছি।
সর্বাঙ্গে লেগে আছে তাঁর আলিঙ্গন;
বারি সিঞ্চন করে চোখের পাতায়।
শুভ্র বেলভূমি, চুমে শঙ্খশুভ্র ঢেউ।
পাশাপাশি বসবাস।
তবু হতাশার হুঙ্কার উঠে—
তার তালে তালে;
ক্ষণিকের বিচ্ছেদ— কত হাহাকার।
বলে দিও, তাঁর সাথে নিত্য দৃষ্টি বিনিময়
আকাশের চাঁদে আর রবির উদয়ে।

বলে দিও, শান্তিরনীড় গড়ি অলীক স্বপনে
মোহময় অমানিশা বিষাদ বদনে,
কাঁদে রাতে চাতক চাতকী,
নিশিবায়ু গুমড়ে উঠে পর্বতগুহায়—
রাতজাগা পাখী আমি
তাঁর গান গাই।
বলে দিও-একই বায়ু, একই জল
এই ধরাতলে,
চূড়ান্ত মিলন হবে মরণ কবলে।

★ নারী

১৬ | ১০ | ৯১ ইং
কুঞ্জবন টাউনশীপ

'নারী নরকের দ্বার'—
কিন্তু একথা বলার তোমায় কে দিল অধিকার ?
এ বিশ্ব জানে নারী,--মা ধরিত্রী সমান।
শস্য শ্যামলা পৃথ্বী।
কোথাও সাহারা,
বালিয়াড়ি, অন্তঃসলিলা—
দুর্গম পাহাড়, সবুজ বনানী,
শুভ্র ফেন বেলাভূমি, উত্তাল সাগর।
জলে স্থলে শ্বাপদ সংকুল,
হিংস্র দরদী মানুষ
গড়ে তোলে আপন সমাজ।
ভেদাভেদ সুবিচার করি একাকার
পালনে পোষণে—
ঝরণা ঝরে তৃষ্ণা মেটাতে
মাতৃসুধাসম, শত সন্তানে।
আলো, বায়ু, জল—
স্নেহ, মায়া ধরে কায়া
নারীর বদনে।
সে নারী নরকের দ্বার !

⁂

★ আমি

১৯ | ১০ | ৯২ ইং
কুঞ্জবন টাউনশীপ

আমিত্বের অঙ্গ বিকার—লজ্জা, ঘৃণা, ভয়,—
অহেতুক অভিমান,
নিঃশব্দে নিঃশেষ হয়,
যবে মিলে তার পরিচয়।
কে 'আমি' ?
কেউ খোঁজে বনে, কেউ বা মনে,
কেউ বা দিশেহারা দিনান্তে
নীড়ফেরা পাখীটির মত।
এ কি সেই প্রাণবায়ু,
এ কি সেই নিঃশ্বাস ?
এ কি সেই মরদেহ ?
যাকে নিয়ে 'আমি'র বিশ্বাস।
সেই 'আমি,'—
অনন্ত, অসীম, অনাদি।
ফুল ফোটে, বায়ু বয়,
ঝরণা ঝরে আপন গতিতে
সৃষ্টির স্রষ্টা তিনি,
প্রলয়ের লয়. ঝঞ্ঝার তাণ্ডব।
সেই আমি' বিলীন হয় 'পরম আমি'তে।

★ মীরজাফর

৬। ১। ৮৭ ইং
জি, বি, হাসপাতাল, রাত—৮টা

মীরজাফর তুমি বিশ্বখ্যাতক
কলঙ্কের ভাগী।
হয়তো পৃথিবী জানতো না
পরবর্তী বংশধরদের।
তোমার কোন লজ্জা না থাকায়
এখন উচিত।
দলেবলে তুমি এখন সর্ব শক্তিমান।
তোমার বেইমান পতাকা বয়ে চলেছে
কোটি কোটি মানুষ।
তবু তারা গালি দেয় মীরজাফর বলে।
নিজের বিকৃত বদন
দেখে না তো কেউ!
সে ভাবে, আমি সুন্দরতম।
বাংলা কলুষিত তোমার দৌলতে।
নবাব প্রাণ দিল ম্লেচ্ছদের হাতে।
চমৎকার তোমার প্রভুভক্তি।
সমগ্র জাতিকে এনে দিলে
স্বাধীনতা থেকে মুক্তি।
কী বীর্য্য বলে জন্মেছিলে
এ মানব কুলে।
মানবে ভুলাইলে পড়ে মোহজালে।
লভিবে অমূল্য রতন
ভেবেছিলে মনে,
হয়েছ খেলার পুতুল ম্লেচ্ছদের সনে।

★ বাসতে চাই

১৬ । ২ । ৯৭ ইং
ব্যাঙ্গালোর, রাত—১১টা ৫৫ মিনিট

সুন্দর পৃথিবীকে,
বাসতে চেয়ে ভালো।
সত্যকে আঁকড়ে থাকতে গিয়ে,
হোঁচটের পর হোচট খেয়েছি
বার বার।
নখগুলো বিবর্ণ,
মুখটাও জ্বলে পুড়ে ছাই,
তবু মানে না হৃদয়—
আরও বাসতে চাই ভালো।
এ মোহময় ভালবাসা—
আশা, নিরাশা সব এক করে দেয়।
একাকীত্ব খোঁজে মরে—
সঙ্গসুধা, চাতকের মতো।
ভালবাসার ছোট্ট নীড়ে।
জনমানবের ভীড়ে
অতি আপন করে গড়ে তুলতে চাই,
এক ছোট্ট সংসার।
থাকবে সেথায় মনের দেয়া নেয়া,
আর—
উচ্ছল উজ্জ্বল হাসি
নীলনীলিমায়।

★ আঘাত

১৬ | ৯৫ ইং
ব্যাঙ্গালোর

প্রতি ঘাতে ঘাতে,
আঘাতে আঘাতে
বিদীর্ণ হিয়া—
শত কলরবে ঢেউ তুলে আজ
বহে যায় অবিরত।
বেদনা কাতর হ্রিয়ায় নম্রশিরে
বাঁচতে চাই না কঠিন ধরার পরে।
তবু বেঁচে রয়—
শুধু মনে হয়,
ক্ষয় হয়ে হয়ে
বিশ্বটারে
করবে জয় সুনিশ্চয়।

★ আশীষ

৬১ | ১২ | ৯৪ ইং

আগরতলা, বেলা—১২টা ৩০ মিনিট

তোরা মোর মানস প্রতিমা
প্রাণ দিতে তারে
আঁকি বারে বারে
যদি পারি প্রাণের সঞ্চার।
অজানার স্রোতে
এসেছিনু ব্রতে
ছেড়ে তারে যেতে
বাজে তন্ত্রীতে।
আশীষ আমার রইল সাথে
তোমাদের মুখে হাসি ফোটাতে।
জীবনের শেষ সন্ধ্যায়
দেখে যেন যাই তোদের অমলিন হাসি।
জানি না—তোদের বাসি কিনা বাসি
তবু বলে যাই—"আবার যেন ঘুরে আসি।"
আমার শেষ পরিচয় হউক
একজন শিক্ষক।

★ হিয়া

২৫ | ২ | ৯৫ ইং
সুলতান প্যাপিয়া ব্যাঙ্গালোর

নীরবে আমার হিয়া
পাখা মেলে যায়,
দুরন্ত ঢেউয়ের পরে
ক্ষণিকের তরে।
কভু অগাধ জলধিতলে
ডুব মারে আকুলিয়া
নীলগগণের শেষ সীমা ছাড়িয়ে
তাঁরে খুঁজে মরে।
যে আমারে গড়েছে মানুষরূপে
তাঁকে জানা এ কঠিন ভবে।
ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে
তাঁর কাছে যাই,
সে তো অনেক দূরে—
নির্লিপ্ত আকাশ পানে চেয়ে
তাঁকে ছেড়ে যাই
মহা অসীমে।
আবার ফিরে নিজ পানে চাই—

খুঁজি তারে বইয়ের পাতায়।
খল্ খল্ ক'র হেসে উঠে প্রকৃতি
আমার ছেলেখেলায়।
অবাক আমি-আমি কি ভুল করছি ?
প্রকৃতির আনাচে কানাচে
ঘুরে বেড়াই—
যদি তাঁর দেখা পাই।
অবশেষে দেখি তাঁরে—
নীল নীলিমায়
গাছের পাতায়।
মাটির ভেজা গন্ধে
তাঁর ঘ্রাণ পাই।
ফুলের মধুর হাসি
এ যেন তাঁর হাসি;
শ্রাবণের অঝোর ধারা
প্রেমিক যবে মাতোয়ারা—
সে যেন আমার কাছে
ঘুরে ফিরে যায়।

★ প্রকৃতি

১৫ | ২ | ৯৫ ইং
সুলতান পালিয়া ব্যাঙ্গালোর
রাত—১২টা ২০ মিঃ

অজানাকে জেনেছি তার সত্তায়—
যদিও বিস্তীর্ণ বুকে
আকাশ রেখেছে ঢেকে।
প্রকৃতি রাখেনি লুকায়ে
তার মহিমাকে
শুধু চায়, আমাদের দৃষ্টি-সৃষ্টি।
সত্য মিথ্যা, ভালো-মন্দ
মানব মনেরই দ্বন্দ্ব।
প্রকৃতি নির্বিকার থাকে,
তুলে নেয় প্রতিশোধ
এরই ফাঁকে ফাঁকে।
ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প
বন্যা আর মহামারী রূপে।
যেন শত শত দানবের
সহিংস ক্ষোভে।

★ বিস্ময়

সুলতান পালিয়া ব্যাঙ্গালোর
১৮ | ২ | ৯৫ ইং

এ বিশ্ব চরাচরে
বিশ্ব এক অপূর্ব বিস্ময়
সুখ - দুঃখ, হাসি কান্না
প্রিয়ার বিরহ, আর মায়ের
প্রসব যন্ত্রনা—
সবই তারই বুকে
লুকিয়ে যে রাখে,
একি তার চির বাসনা ?
বয়স হয়েছে তার,
বহিতে পারে না ভার
শত সন্তানের শত আব্দার।
তাই গড়ে তুলে আজ
শত ধড়িবাজ।
নেই তার মান,
শুধু আছে প্রাণ।
এমনি নিঃস্ব গড়িবে বিশ্ব;
সে কি আজ অবিচার?

এক বিংশ শতাব্দী
তুলে হাহাকার
আর নয় আর
শিশু কান্নার।
আকাশ বাতাস মুখরিত আজ
চারিদিকে তার নির্দয় বাজ,
করে হানাহানি
সব নেবে টানি
নিঃস্ব আরো নিঃস্ব
ধনবান হবে রাজাধিরাজ।
কথায় আর কাজে
মিলিবে না সাজে
অচিরে অকালে
বিশ্ব হবে ছারখার।

১৯৯২

★ প্রশ্ন

২৭ | ১২ | ৯১ইং
বৃন্দাবন এক্সপ্রেস
রাত ৩ টা ১৫ মিনিট

নীল হয় নীলিমা
নীল সাগর
গড়ে তুলে অপার অতল !
সবুজ বনানী আনি
গড়েছ পৃথিবীখানি
কারে বেশী বাসো ভালো ?
তুমি তো নিজেই কালো !
মায়ের মমতা
আর বাপের আদর ।

ছেড়ে দিয়ে চল—
কেউ ছোটো কেউ বড়ো
এ ধরনী পর ।

কোথাও সাগর আর কোথাও পাহাড়
কোথও ঊষর
কোথাও, ফলে ফুলে সুশোভিত

চারিদিক উদ্ভাসিত
তোমার মায়ায়।
কোথাও মজুর খাটে
বেচা হয় হাটে হাটে
কিনে নেয় বড়লাটে
এ কি বিস্ময়।
দিনরাত প্রাণপাত
নেমে আসে অবসাদ
নাহি পুরে মনোসাধ;
দুর্বল হৃদয়।
এ কি কর ছলনা
মানবের নেই জানা
তোমার মহিমাখানা।
যে খাটে রোদে জলে
মরে অকালেতে অনাহারে
এ কি সুবিচার?
সততার আবরণে
ঢেকে দাও পৃথিবীরে।
তবে শান্তি মুকুলখানি
মুকুলিত হবে জানি
এ ধরনী পর

★ অচল

বৃন্দাবন এক্সপ্রেস
সকাল—৫টা ১৫ মিনিট

আকাশের বুক চিরে
উঠে গেছে ধীরে ধীরে
অটল অচল।

বর্ষায় কেকারবে
মুখরিত হবে সবে
নেমে যাবে ঢল।

অচল সচল হবে
কল্ কল্ কলরবে
বহে যাবে জল !

ক্ষীণকায় নদীগুলি
নেচে যাবে ঢেউ তুলি
হেসে খল্ খল্।

মীণগণ সরোবরে
খেলে যাবে অকাতরে
মিলে দল দল।

★ পূজা

বাসভবন আগরতলা
২০ | ১১ | ৯৫ ইং
রাত—১২টা ৩০ মিনিট

ছোটবেলায় শিবপূজি
ক্লান্ত হলে বলতাম—
'তিনখানা বেলপাতা, কয়েকটা ফুল
তোমার জন্যে তুলে রাখ'।

স্নান ছেড়ে এসে দেখতাম
সে আমার কথা রাখেনি।
অভিমান হতো বড়ো।

ভাবতাম—সে বড়ো স্বার্থপর,
আমার কষ্ট বুঝে না।
এখন খুব ঘটা করে
গীতা পড়ে, ধূপদীপে
করি পূজা।
এখন আমার কাছে সোজা।
কিন্তু সত্যি কি তাই!
আগের মতো আপন ভেবে

আর অভিমান আসে না।

আসতে পারে না'—

এ যে আচার মাত্র

সে হয় না এখন আপন মিত্র।

তবে কেন এ লোকাচার,

অভিনয় সদাচার !

শুধু তাঁকে নয়, নিজেকে

দিই ফাঁকি

অনেক সাধনা করি

ফিরে পেতে সে অভিমান।

কিন্তু না, তা আর হয় না

তবে, সে বেলায়, সে কি মোর

নিয়েছে সত্যিকারের পূজা ?

★ ঊর্ণনাভ

কুঞ্জবন টাউনশীপ
৩০। ৬। ৯৫ ইং
বেলা— ৮টা

কল্পনা ঊর্ণনাভ জাল বুনে যায়
কভু সমাজ শাখায়,
কভু বা চৈতন্য চরিতে।
আটকা পড়ে রাশি রাশি খাদ্য ভাবনা।

তার রস নিতে গিয়ে ক্লান্ত
মনে হয় এত শক্ত,
নয়তো বা সরম তাই।
কিন্তু যখন ভোরের কুয়াশা হয়ে
ধরা দেয় চিন্তার তলিতে গলিতে,
হাত বাড়িয়ে ধরতে যাই;
শুধু হাতটা একটু
কোমল পরশে ভিজে, ভিজে না মন।

তাই—
কুয়াশাকে দেখে
কল্পনার মেঘ হতে

হয় বরিষণ, স্নাত হয়ে
ধন্য হয় আমি।
বাস্তবে লেখনী ভিজে না।
মরুতৃষ্ণায় থেকে যায়।

ক্যাকটাসে ভরা মরুস্থান খুঁজে
উট, পিপাসার জল।
মনে হয় তার, সব জল শুষে
ভরে নেয় নিজ গহ্বরে।

বালু ঝড়ে ঢেকে দেয় তারে।
হয়রান তাই সে।
চিক্ চিক্ বালুরাশি
চোখ ধাঁধায়। তার ছলনায়
ঘুরে মরে কভু।
ঊর্ধ্বলাভ শাখা খুঁজে মরে।

কল্পনা পথ হারায় প্রেয়সীর সন্ধানে।
লেখনী তাই উস্খুস্ মুখে
ভারি অভিমান করে বলে—

এত ব্যস্ত তুমি ?
তার অভিমান ভাঙানোর
সাধ্য আছে কি নেই,—
সে করে না বিচার।

তার দৃঢ় বিশ্বাস—
'আছে তোমার।
তার অবুঝ অভিমান,
সবুজ বাণী নিয়ে আসে মনে।
তাই মাঝে মাঝে
ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করে,
পরশ করি তাকে। জানি না,
সে পরশ কোমল কিংবা কঠিন।
জিজ্ঞাসিলে বলে—অনাদরের চেয়ে
কঠিন পরশও ভালো।
তাই কঠিন পরশেও স্পর্শি'
মাঝে মাঝে।
ঊর্ণনাভ, শুধু জাল বুনে যায়
খাদ্যের অন্বেষণে
নিবিড়, নীরবতায়।

✿✿

★ সময়

কোয়ার্টার
১৯ | ১১ | ৯৫ ইং

সময়ের খাতা খুলি রক্তিম সন্ধ্যায়
নাই অবকাশ, করার হিসাব নিকাশ।
স্মৃতিরথে চড়ে যায় ছোট বেলায়:
পরীক্ষার রুটিন ভুলে চড়ি দোলনায়
সাঁতার কাটি— বলি, 'আয় আয় জল,
লায় নিয়ে চল্।'
কভু হাসি, কভু কাঁদি খাবার বেলায়।
পুরস্কারটি হাতে নিয়ে গর্বে চলে যাই
এন. সি. সি.-র ড্রাম বাজে কানে এখনও।
ফল বেরনোর আশঙ্কায়
বুক কাঁপে দুরু দুরু
এই বুঝি ঝড় শুরু জীবনের।
বক্তব্য রাখি, বিস্ফারিত আঁখি
চারিদিকে চাই।
মৃদুকণ্ঠ শুনিতে কি পায়?
শিশুবেলা হেলা খেলায়
এমনি চলে যায়।
যৌবন বাতায়নে এসেছিনু আনমনে,
অলিকুল এসে বলে—'এসো বাগিচায়।'

সময়ের হাতছানি—
কেবা পারে তা না মানি ?
ফুলদল হেসে বলে—'একি করো ভাই ?'
ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে—
ভ্রমর বেড়ায়।
তা হেরি আমি মরি
গোপন লজ্জায়।
স্বভাবের এই গতি
জানে সবে পরিণতি
তবু ভুলে যাই।
ধীরে ধীরে নতশিরে
পৌঁছিনু সংসার আঙিনায়।
কপটে দাপটে পড়ি
আমি এবা কি যে করি
ভেবে নাহি পাই।
মধুময় গৃহ আজ
ধ্বসে যায় পড়ে বাজ;
শান্তি শপথ বাণী
বুকে নিয়ে ছুটি খানি
কোথা ভেসে যাই ?
সময় হাসিয়া বলে—
কাঁদ কেন এ নিরলে ?
আমি আছি ভাই।

৯৯

★ পরিণতি

কোয়ার্টার নং—২ ৫৫
২৮ | ৭ | ৯৫ ইং
বেলা—১০টা ৩০ মিনিট

চুপি চুপি সে আমায়
বেসেছিলো ভালো।
ভালোবাসা অহংকারে
চূর্ণ হয়ে গেলো।
তবু সে আমায় বেসে গেলো ভালো।
অমানিশার জমাট অন্ধকারে
হৃদয় বিদারে।
তবু সে বেসে গেলো ভালো।
নিবুপ্রায় শিখা তার
জ্বলে উঠে একা।
দিগন্তে দাঁড়িয়ে আজি
দেখে মোর রূপরাজি
তবু, সে বেসে গেলো ভালো।
ভালবাসা-কারাগরে
রয়েছে দাঁড়িয়ে দ্বারে,
অক্লান্ত একক প্রহরী
প্রহরে প্রহরে—
আমরণ পন তার
দেখে গেছি বার বার
শরমে মরমে, মরি
স্বপনে বারণ করি।
তবু কেন সে আমায়
বেসে গেলো ভালো ?

★ মহীরূহ

কোয়ার্টার নং—৫৫
কুঞ্জবন টাউনশীপ
১৮ / ৫ / ৯৬
আগরতলা

ছোট্ট বীজটি ঝরে পড়লো
ধরিণীর বুকে,
কেউ লক্ষ্যই করেনি।
কিন্তু, বসন্ত সমাগমে সে ভাবলো—
আমিও মহীরূহ হব।
ভাগ্যিস্, বৃষ্টি পড়লো অল্প
তার পরশে হিয়ায় জাগলো শিহরণ
ধীরে ধীরে তার অন্তরের গভীর বাণী
উন্মুখ হয়ে উঠলো, একটু বাতাস
আর আলোর পিপাসায়।
চঞ্চল অব্যক্ত বেদনা আর আশা
সদা তাড়া দেয় তাকে—
বেরিয়ে পড়, বেড়িশে পড়্।
ধবধবে অঙ্কুর মায়েব কোলে
জন্ম নিল।

সেদিন কেউ বুঝতে পারে নি,
সে কতটুকু দেবে এই পৃথিবীকে,
অজান্তে কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধা করতে লাগলো।
যবে সে মহীরূহ হল—সে ভাবলো
সে মাটির পৃথিবীকে—
বড়ই বেসেছে ভালো।
তার শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসায়
রূপান্তরিত হলো ধীরে ধীরে।
তাই, সে দিয়ে যায় ছায়া ফুল, ফল
অকাতরে।
উদ্দাম ঝড় আসল জীবনে—
সব তছ্‌নছ্‌ করে দিলো
শিকড় ছিঁড়ে গড়িয়ে পড়লো এই মাটিতেই।
এতদিনের ভালবাসা, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা
লুটোপুটো খেয়ে সব স্বপ্ন
চুরমার করে দিলো।
তবুও ঝরা বীজ—
স্বপ্ন দেখবে চিরদিন।

★ বাসনা

সুলতান পালিয়া ব্যাঙ্গালোর

রাত—১টা

ব্যর্থ কাব্য মো'র
গুমড়িয়া মরে।
আপন জীবন ঘিরে।
তাই, ধীরে ধীরে কাব্য হয় ম্রিয়মাণ
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদনী যথা।
এ ক্ষীনালোক উদ্‌ভাসিত করে না
অপর হৃদয় !
সার্থকতার বুভুক্ষু ক্ষুধা
শুধু হাহাকার করে;
কাব্যের অলিতে গলিতে
দীনদুঃখী ভিখারিনী যেন।
দিনান্তের ভিক্ষাটুকু
তার নিত্য সম্বল,
এও তার জুটবে কিনা
চিন্তা কেবল।

★৯

★ মহীয়ান

৩।৭।৯৬ ইং
কোচিন এক্সপ্রেস
বেলা--২টা

ঈশ্বর তুমি মহান,
সর্বশক্তিমান।
উদাসীন কবি গাহে তব
জয়গান।
নীলগগণতলে, সবুজ আঁচল মেলে
চেয়ে আছ নয়ন মেলি।
তব করুণাধারা, মম চিতে দেক সাড়া
আমি হব মাতোয়ারা
তব ভরসায়।
আকাশে রাতের তারা
মিটিমিটি জ্বলে তারা
আমারে জাগায়।
সবুজ পাহাড়গুলি আকাশেতে মাথা তুলি
আমারে শুধায়।
নদী বহে কুলু-কুলু, মনে হয় আলুখালু
তোমার সাড়ায়।

নিঝুম দুপুর মাঝে বিশ্রামিছে শতকাজে
গাছের ছায়ায়।
তপ্ত তপন তাপে
জ্বলে পুড়ে যায়;
তবুও তারা সবে ছায়া দিয়ে যায়।
নিজে সহি শত ব্যথা, দূর করে কতব্যথা
তোমার কৃপায়;
এমন হতাম যদি, ভাবি আমি নিরবধি,
কত যাতনায়।

★ বিরহ

বিরহ আমার প্রিয়
মিলনের চেয়ে,
তাই কষ্টের কষ্টি—পাথর
বুকে নিয়ে
হামাগুড়ি দিয়ে—
চলে এসেছি অনেক দূরে
নগরে, প্রান্তরে।
স্মৃতিটুকু-শুধু জ্বলে
গভীর অন্ধকারে।

★ চৌদ্দশ সাল

১৫ | ৪ | ৯৩ ইং
বৃহস্পতিবার

সবুজ পৃথিবী এখনও সবুজ,
আমায় করে যে অবুঝ !
সাগরের বুকে ঢেউ খেলে আজও
আকাশের মাঝে গর্জায় বাজও;
ঝরণা ঝরে আপন তানে
নদী বহে কুলুকুলু রবে,
ভোরের কাকলী ভাঙায় অরণ্যের ঘুম ।
সরীসৃপ বুকে হাটে আজও—
স্বজন বিয়োগে অশ্রু পড়ে ঝরে।
কালবৈশাখীর ঝড় উঠে আকাশে বাতাসে—
বর্ষায় নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী ।
শরতে শারদোৎসব,
পৌষে নবান্ন ।
বসন্ত বাহারে সাজে বন বনানী
শুধু; চৌদ্দশ সালে—
হিংস্রতা বুকে হাটে
কালের কবলে ।

৩৫৩

★ প্রীতি

২৩ । ২ । ৯৩ ইং
নিউমডেল ভিলেজ, এস, বি স্কুল
বেলা—১২টা

প্রীতি থেকে ভালবাসা,
এ যেন গল্পগাথা
মোর মনে হয়।
মেঘ হতে বরিষণ, বারি হতে মেঘ,
অতল জলধি নিধি, কিভাবে রচিল বিধি
অপার বিস্ময়।
ডালে ডালে ফোটে ফুল,
ফুল হতে ফল;
মায়ের অসীম প্রীতি
গড়ে তুলে নিতি নিতি
কোমল হৃদয়।
ভালবাসা বিভীষিকা
দেখা দেয় কুজ্ঝটিকা
সময় সময়।
বালুর প্রাসাদ ভাঙে
সাগরের ঢেউ;
আপন আঘাত হানে, আর নয় কেউ।

★ গরিমা

কালিমা তব লালিমা,
তৃষিত হৃদয় ভরে দাও তুমি,
এই তো তব গরিমা !
ঝঞ্ঝা হাওয়ায় পাল তোল তুমি
হৃদ্‌ আকাশের মহিমা ।
দুরুদুরু করে হিয়া
গুরু গুরু গরজনে ।
আনমনে চলে প্রিয়া
পুনঃ পুনঃ বাতায়নে ।

★ দিগন্ত

৫ই মার্চ—১৯৯৪
রাত—১২টা

দিগন্ত! মরীচিকা সম
দাও না ধরা চিরদিন।
প্রেয়সী তুমি মম
বাসোনি আমায় কোনোদিন।
বলা-চলার ছলনায়—
ভুলেছিনু আমি হায়;
তবু চাই দিগন্ত তোমায়
অতি আপন করে পেতে—
ছলনা-মন্থন করা প্রেমের
ব্যাখান,
যেন হৃদয়ের সুমধুরগান—
কান পেতে শুনতাম
ভালবাসতাম তোমায়
আমার নিজের মতো করে।

★ নদী

২২শে আগষ্ট ১৯৯৪

কুলু কুলু বয়ে যায়
কভু ফিরে নাহি চায়।
বাঁকে বাঁকে এঁকে বেঁকে
কত কথা ঢেকে রাখে
কত নিরালায়।
শাখে শাখে পাখী ডাকে
আপন কুলায়।
তরীখানি মাঝি বায়
আপন খেলায়।
ঢেউগুলো মাঝে মাঝে
কারো কথা শুনে না যে
অবহেলায়।
কত ভাঙা, কতগড়া
নিত্যখেলায়।
কত মাটী লুটোপুটি
তারই তলায়।
পথমাঝে কাশবন
তারে যে শুধায়।
কথা কহিবার আর—
অবসর নাহি তার—
যাবার বেলায়।
পারাবারে মিলিবারে
ছুটে সে ত্বরায়।

★ নীলগিরি

ব্লুহিলস্ এক্সপ্রেস—ওটি'
২৮শে অক্টোবর, ১৯৯১
রাত ৮—৪৫ মি,

মসৃণ মসলিন শুভ্র অাঁচলে
পয়শিল ট্রেণের জানালাগলে,
শুধায় আমারে—'চিনতে পেরেছ' ?
বিশের ঝরা—অশ্রু বাষ্প হয়ে
আশ্রয় পেয়েছি নীলগিরি পাহাড়ে,
অপেক্ষমান
পালক ঝরা পাথুরে পাহাড়ে ।
কৃত্রিম সৌন্দর্য্য ফোটাতে--
করেছে নিঃস্ব;
নির্মম আঘাতে ।
ঝর্ণা ঝরে অট্ট হাসিতে
কে রুদ্ধ করে তারে !
বেড়ানো হবে না আর
যদি না বাষ্প ঝরাও আবার।
তাই, কোমল পরশে
কাতর হৃদয় তোমার ।
ঝরাও অশ্রু আবার ঝরাও
বাঁধন হারা আশ্রয়
রবে না আর—
দীর্ঘদিন পরে ।

★ঌ

★ মিতালী

নিউমডেল ভিলেজ
এস, বি স্কুল। বেলা--১২টা

কবিতা, তোমার সাথে মিতালী আমার
নিভৃতে নির্জন রাতে;—
দুঃখ, আনন্দ—অবসাদে।
প্রথম দেখা—শৈশবে, নীরবে।
চুপি চুপি বসেছিলে টেবিলের পাশে।
অনেকদিন হল, মাঝে মাঝে আসর জমাও।
যাযাবর তুমি!
দুঃখে অভিভূত যবে, সান্ত্বনার বাণী
বেরিয়ে আস মাতৃরূপে।
আনন্দ-বিহ্বলে চঞ্চলা হরিনী দৃষ্টিপাতে
বিচলিত প্রেমিক হৃদয়।
অবসাদে গুমড়ে মরি—
মেঘাবৃত আকাশের মত।
সেথা তুমি, হংস মিথুন সম
উড়ো অবিরত।

ঌঌ

★ প্রিয়া

১৮ । ১ । ৯৩ ইং

বিরহিনী প্রিয়া আঁখি দুটি মুদি
জপিতেছে মন বনে,
তারি দরশনে মনদর্পণে,
কভু অভিমানে,
কভু অনুরাগে রাঙা।
বেনুবন বীণা বাজে যেন মনে
চকিতা হরিণী প্রিয় পরশনে
শপথে শপথে ভরে ভাণ্ডার
'নাহি প্রয়োজন কথা কহিবার'।
ভুলিবার তরে জপে বারবার
তত তারে মনে পড়ে।
বিরহ বিষাদে কুমুদিনী যেন
দিনমনি আগমনে।

★ প্রতীক্ষা

প্রতীক্ষায় প্রতিধ্বনি পদধ্বনি শুনি
ক্ষণিকের বিশ্বাস।
স্বপ্ন তবু সত্য, তাই সত্য হোক
তাও ভালো, সত্য স্বপ্ন নয়।

ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায়
মুকুলিত হিয়া আজি
কাঁপে থর থর
আশা নিরাশায়।

জোনাকীর মৃদু আলো
মৃদু ভালবাসা,
মেঘের তড়িৎ হাসি, তারার ঈশারা
দেয় যেন সাড়া।

২.২.

★ এত রক্ত কেন ?

কুঞ্জবন টাউনশীপ,
২৬ | ১১ | ৯৬ ইং
রাত—৯টা ৩০ মিঃ

রক্তে রাঙা ত্রিপুরা করে হাহাকার
ব্যাকুল চিৎকারে
কানে তালা লেগে যায়।
দক্ষিণে-উত্তরে বৈরী
সাজে পাহাড়ে, পাহাড়ে-রণতরী
কার জন্যে ?
সংবাদ শিরোনামে,- অসহায় গ্রামবাসী,
নিত্যযাত্রী তাদের খাবায়।
সান্ত্রীরা লুটোপুটি খায়
অরণ্যে, রাস্তায়।

গ্রামে-গঞ্জে, পাহাড়ে—
কণ্ঠাগত প্রাণ,
নির্ভীক চিত্তে—কে করিবে ত্রাণ ?
পতিহারা বৈধব্যের উষ্ণদীর্ঘশ্বাস,
ধূমায়িত ত্রিপুরার আকাশ-বাতাস।
লক্ষ টাকা পণ তার;—

ফিরিবে কি আর
অপহৃত ? মৃত বা জীবিত।
বিধবা সধবারূপে অপেক্ষারতা,
কে শোনাবে তারে এ নির্মম বারতা ?
শোক সন্তপ্ত পরিবারে,
সমবেদনার উপহাস বাণী—
বিধাতার নির্মম পরিহাস জানি,
মুখ বুজে রয়
আজ ও ত্রিপুরা।

৺৺